সমকাল

তারিখ 27 SEP 2016
পৃষ্ঠা

শিক্ষা ক্যাডারে বড় ধরনের পদোন্নতি হচ্ছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে শিগগির বড় ধরনের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তাদের তালিকা প্রস্তুত করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। আজ মঙ্গলবার শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে শিক্ষা ক্যাডারের 'বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি'র (ডিপিসি) সভা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে প্রায় সাড়ে ১২০০ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব মো. সোহবার হোসাইন গতকাল সোমবার সমকালকে বলেন, আদালতে মামলা-মোকদ্দমা থাকার কারণে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া যায়নি। আজ তারা ডিপিসি সভায় বসে পদোন্নতির বিষয়টি চূড়ান্ত করার চেষ্টা করবেন।

মাউশির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. শামসুল হুদা সমকালকে বলেন, একটি সভায় এত কর্মকর্তার পদোন্নতির বিষয়টি চূড়ান্ত করা না গেলে প্রয়োজনে দু'তিনটি সভা করা হতে পারে। তবে যত দ্রুত সম্ভব পদোন্নতি চূড়ান্ত করা হবে।

মন্ত্রণালয়ে সভা আজ

এদিকে, পদোন্নতির খবরে সারাদেশের সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকরা নড়েচড়ে বসেছেন। দীর্ঘদিন পর তারা পদোন্নতির খবর পেয়ে আশায় বুক বেঁধেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ উইং থেকে জানা গেছে, তদবিরের চাপ এড়াতে এবার পদোন্নতি আদেশের সঙ্গে সঙ্গে পদায়নও করা হবে। অধ্যাপক পদে বিভিন্ন বিষয়ে এবার প্রায় ৩০০ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হবে। অধ্যাপক পদের জন্য বিসিএসের সপ্তম, অষ্টম ব্যাচ থেকে শুরু করে ১৪তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। সহযোগী অধ্যাপক পদে প্রায় ৪৫০টি পদ শূন্য রয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে এবার এসব পদ পূরণ করা হবে। সহযোগী অধ্যাপক পদে এবার বিসিএসের ১৬, ১৭, ১৮ ও ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তারা ডিপিসির বিবেচনায় রয়েছেন। অন্যদিকে, প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে এবার প্রায় ৫০০ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সহকারী অধ্যাপক হওয়ার জন্য এবার বিসিএসের ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮তম ব্যাচের কর্মকর্তারা বিবেচিত হচ্ছেন। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পদোন্নতির তালিকা চূড়ান্ত করা হলে সেদিনই ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৮

শিক্ষা ক্যাডারে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের এবারের পদোন্নতি সম্পর্কে এই কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইকে সেলিমুল্লাহ খন্দকার গতকাল সমকালকে বলেন, তাদের ক্যাডারের প্রায় তিন হাজার কর্মকর্তা বিভিন্ন স্তরে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাদের পদোন্নতি দেওয়া হলেও তাতে সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লেষ থাকছে না। অথচ পদ শূন্যতার অভাবে তাদের পদোন্নতি দেওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। তারা আজ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে দাবি জানাবেন। সেলিমুল্লাহ খন্দকার আরও বলেন, এনাম কমিটির সুপারিশ অনুসারে তাদের ক্যাডারে আরও সাড়ে ১২ হাজার পদ প্রাপ্য রয়েছে। এসব পদ সৃষ্টির জন্য তারা সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে যাচ্ছেন।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত সরকারি কলেজের শিক্ষকরা জানান, তাদের একই পদে ১২ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত চাকরি করতে হয়। পদোন্নতির জন্য আর কোনো ক্যাডারে এভাবে অপেক্ষার প্রহর গুনতে হয় না।

জানা গেছে, শিক্ষা ক্যাডারে দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি বঞ্চনা চলছে। অন্যসব ক্যাডারে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়া হলেও এই ক্যাডারে বিষয়ভিত্তিক (সাবজেক্ট) পদোন্নতি দেওয়া হয়। ফলে বিভিন্ন কলেজে জুনিয়ররা চাকরিতে সিনিয়রদের ওপরে উঠে গেছেন। সপ্তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের অবসর-উত্তর ছুটির (পিআরএল) সময় ঘনিয়ে আসায় তাদের মধ্যে পদোন্নতিযোগ্য প্রায় সবাইকেই এবার পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, দেশের ৩১১টি সরকারি কলেজসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকের পদ রয়েছে ১৫ হাজার ১১২টি। এর মধ্যে বর্তমানে শূন্য রয়েছে প্রায় তিন হাজার পদ। এর প্রায় সবগুলোই ঢাকার বাইরের উপজেলা ও মফস্বল এলাকার কলেজের।